পরিচালনা
রথীশ দে সরকার

সংগীত
হেমন্ত মুখার্জী

বি, আর, মুভীজের নিবেদন

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের

"কামনার সুখ দুঃখ" অবলম্বনে

শঙ্খবিষ

পরিচালনায় : **রথীশ দে সরকার** সঙ্গীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

প্রযোজনা : বিকাশ চট্টোপাধ্যায় ও রঞ্জয় চীনে। চিত্রনাট্য : মঙ্গল চক্রবর্তী। সম্পাদনা : সুনীল ব্যানার্জী। চিত্রগ্রহণ : আশু দত্ত। গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র। রূপসজ্জা : ভীম নস্কর। কর্মসচিব : রতন চক্রবর্ত্তী। প্রচার : রঞ্জিত মিত্র। বানিজ্যসচিব : মলয় নন্দী ও মদন মজুমদার। সংগঠন : সুভাষ চক্রবর্ত্তী ও দিলীপ চট্টোপাধ্যায়। স্থিরচিত্র : পিক্স ষ্টুডিও। পরিচয় লিখন : নিতাই বসু। শব্দগ্রহন : জে, ডি ইরাণী, নৃপেন পাল, সৌমেন চ্যাটার্জী ও অনিল দাসগুপ্ত। সঙ্গীত ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। নৃত্য পরিচালনা : বলাই দে। কেশবিন্যাস বন্দনা : সেন ও মিস্ রীতা।

নেপথ্য কণ্ঠে : **মান্না দে, আরতি মুখার্জী, নির্মলা মিশ্র, প্রভাতী মুখার্জী ও রাণু মুখার্জী** ॥ পটশিল্পী : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। বহির্দৃশ্যে শব্দগ্রহণ : অমূল্য দাস সাজসজ্জা : সিনে ড্রেসার, নিমাই দাস।

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও নং ১, টেকনিসিয়ান্স্ ষ্টুডিও ও মিঃ সি, ঝাঁর তত্ত্বাবধানে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং গৌরী মুখার্জী ও অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী প্রাঃ লিমিটেডে পরিস্ফুটীত।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সুনীল দাস ও মলয় মিত্র। সঙ্গীত : সমরেশ রায়। চিত্রগ্রহণ : জগদীশ ডুবে। সম্পাদনা : উজ্জ্বল নন্দী। শিল্পনির্দেশনা : শতদল মিত্র। রূপসজ্জা : বিজয় নন্দন ও অজিত মণ্ডল। ব্যবস্থাপনা : সোমনাথ দাস ও সুনীল দত্ত। শব্দগ্রহণ : বলরাম বারুই, সিদ্ধি নাগ, অনিল নন্দন ও সুবীর রায়। প্রচার : শান্তি দাশগুপ্ত। পরিচয়লিখন : বিমল ব্যানার্জী।

: ভূমিকায় :

দীপঙ্কর দে, আরতি ভট্টাচার্য্য সোমা দে, আনোয়ার হোসেন (বাংলা দেশ)

বসন্ত চৌধুরী, বিকাশ রায়, রবি ঘোষ, স্বপন কুমার (যাত্রা), বাসন্তী চ্যাটার্জী, গীতা কর্মকার, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, মঞ্জু চক্রবর্ত্তী (অতিথি), বিজলী দে, মঙ্গল চক্রবর্ত্তী, অরুণ রায়, দিলীপ বোস, নির্মল ঘোষ, পরিতোষ রায়, অর্ধেন্দু মুখার্জী, কেষ্টধন মুখার্জী, সুব্রত সেনশর্মা, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জী, কানু ভৌমিক, অমর মুখার্জী (অতিথি), দিলীপ সেন, দিলীপ চ্যাটার্জী, ধীমান চক্রবর্ত্তী, হাসি মজুমদার, সুনীল ঘোষ, মিহন চৌধুরী, সমীর গাঙ্গুলী, বিশ্বনাথ দে সরকার, নিতাই রায়, পিলু মজুমদার, নিমাই দত্ত, অশোক সেন, বিরাজ দত্ত, কমল মুখার্জী, অরুণ সাধুখাঁ।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

রাজ্য তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, মোহন লাল বাজপেয়ী, পুলিস সুপার (বীরভূম), খোকন মুখার্জী (সিউড়ী, শ্রীঅমল দে (শান্তিনিকেতন) দি আরমারী, চন্দ্রকুমার ষ্টোর্স (কলিকাতা)।

বিশ্বপরিবেশনা : **দীনেশ চিত্রম।**

কাহিনী

সেণ্ট্রাল জেলের দরজা খুলে যায়—বাইরে আসে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী রাহুল। সম্মুখে তার অনিশ্চয়তার বন্ধুর পথ। হঠাৎ-ই এ্যান্টি স্মাগলিং দপ্তরের আহ্বান—ময়নাচকে যেতে হবে তাকে, এক আন্তর্জাতিক স্মাগলার দলের হদিস করতে। সম্ভবত যারা নিখোঁজ করেছে তার গুরু নেপালদাকে, খুন করেছে তার সহকর্মীদের। না, রাহুল আর অসামাজিক জীবনে ফিরে যেতে চায়না—প্রত্যাখ্যান করেছে বড়কর্ত্তার একান্ত অনুরোধ।

* * * কিন্তু একান্তে নিঃসঙ্গ মুহূর্তে মনে পড়ে অতীত কথা—সহচরী গঙ্গার প্রণয়, নেপালদার সহায়তা। মনে পড়ে ময়নাচকে আছে তার সুখ, আনন্দ, দুঃখ আর হতাশায় ঘেরা অতীত জীবন। অবশেষে পুলিশের দেওয়া

দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাহুল, অনেক সন্ধানে খোঁজ মেলে নেপালদার ডেরা—বীভৎস অত্যাচারের চিহ্ন নিয়ে পঙ্গু নেপালদা অধীর আগ্রহে তারই দিকে আজও চেয়ে আছে—সে শোনায় রাহুলকে ময়নাচকের বিবরণ। প্রচণ্ড প্রতিশোধের বাসনা নিয়ে রাহুল যাত্রা করে ময়নাচকের উদ্দেশ্যে।

* * * নিজের স্বার্থেই ময়নাচকের অরুণ রাহুলকে আশ্রয় দিয়েছে। শত যুক্তি সত্ত্বেও বাবার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছে রাহুল, কারণ সে দেখেছে তার প্রাক্তন প্রেমিকা গঙ্গা বর্ত্তমানে তার পৌঢ় পিতার স্ত্রী। অরুণের শালী শীলাকে রাহুলের ভালো লাগলো—শীলাও রাহুলের মাঝে পেল প্রেমের পরশ।

* * * অরুণকে বাঁচাতে গিয়ে নন্দ আর রাহুলের সংঘাত হল—আলাপ হল ময়নাচকের প্রিন্স দুর্দ্ধর্ষ শান্তু চ্যাটার্জীর সাথে—দুজনার মাঝে হল বন্ধুত্বের বন্ধন। শান্তুও ভালবাসে শীলাকে। সংঘটিত হল একটি ত্রিভূজ প্রেম সবার অজান্তে।

* * * চিন্তিত স্মাগলারের দল। পুলিশের হস্তক্ষেপে বাধা পড়ছে কাজে। দলের অন্যতম নেতা মণিশঙ্কর আলাপ করে রাহুলের সাথে—জানতে চায় তার ময়নাচকে আসার উদ্দেশ্যের কথা। ফেরার পথে রাহুল আক্রান্ত হয়—ঘুম ভাঙ্গে গঙ্গার ঘরে—গঙ্গা জানায় তার অতীত ইতিহাস—। রাহুল বিশ্বাস না করে চলে যায়।

এদিকে রাহুলের বাবা হৃষীকেশ সংসার ত্যাগ করে যাত্রা করে নিরুদ্দেশের পথে।

* * * শান্তু জেনেছে তার দাদা, দুর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নীরেন চ্যাটার্জীর কাছে, শীলা-রাহুলের প্রেম কাহিনী।—রাহুলের সাথে বোঝাপড়া করতে চায় শান্তু—উদ্যত হয় দুটি পিস্তল দুজনার উদ্দেশ্যে—।

ময়নাচকের প্রিন্স শান্তু চ্যাটার্জী কি ফিরে পেল তার শীলাকে? রাহুল কি উদ্ধার করতে পারল তার গঙ্গাকে? ময়নাচকের দুর্ভেদ্য স্মাগলিং র‍্যাকেটকে নিশ্চিহ্ন করে রাহুল কি পারল তার নেপালদার প্রতিশোধ নিতে?

সঙ্গীত

(১)

বেশী রাত হলোই না হয়
থাকোনা একটু আরো
কানে কানে মিষ্টি কথা
বলোনা যত পারো।
কতো যে ভাল লাগে তুমি এলে
এ-হাতে তোমার হাতের ছোঁয়া পেলে
আমি যে শুধুই তোমার নই তো অন্য কারো
বেশী রাত হলোই না হয়···একটু আরো।

(২)

আমি ভালবেসে-এ···ফেলেছি
আমি সাধ করে প্রাণ লুটিয়ে দিয়েছি
আহা—একটি চোখের চাউনি দেখে
মনে আগুন জ্বেলেছি
আমি ভালবেসে-এ···ফেলেছি।
বুকটা আমার গেলাস করে
রেখেছি হরেক রকম সোহাগ ভরে
আমি যে ঢক করে সেই জমাটি প্রেম
এই হৃদয়ে ঢেলেছি ঢেলেছি
আমি ভালবেসে ফেলেছি।
আমি নিজেই ফকির নিজেই আমীর
নিজেই বাদশাজাদা
তবু আমার প্রিয়ার আঁচলে মোর
গাঁট ছড়াটি বাঁধা
আমার সাথে তাই তো ও ভাই
হুঁ-ভেবেচিন্তে মিশো সবাই
আমি যে প্রেম গগণে উড়ছি এখন
পাখনা ছাখো মেলেছি মেলেছি মেলেছি
আমি ভালবেসে ফেলেছি॥

(৩)

ওই দূর দিগন্ত ছাড়িয়ে আমার
হারিয়ে যেতে বড় সাধ হয়
এক সময় স্বপ্নে দুচোখ
ভরিয়ে নিতে বড় সাধ হয়
এক একটী দিন সব কিছু ভুলে থেকে
কেন যে কাটাই দিন সকল দুয়ার খুলে রেখে
কি যেন কি দুরাশায় আমার এ-দুটী হাত
বাড়িয়ে দিতে বড় সাধ হয়।
আকাশ দেখে হয় যে মনে
আকাশ দেখিনি যেন সারা জীবনে
কৃষ্ণ চূড়ার আর পলাশের ফাগুনে
মন যেন ছুটে যায় নতুন মনের ডাক শুনে
সুন্দর পৃথিবীতে জানিনা কি কারণে
বাঁচতে আমার বড় সাধ হয়॥

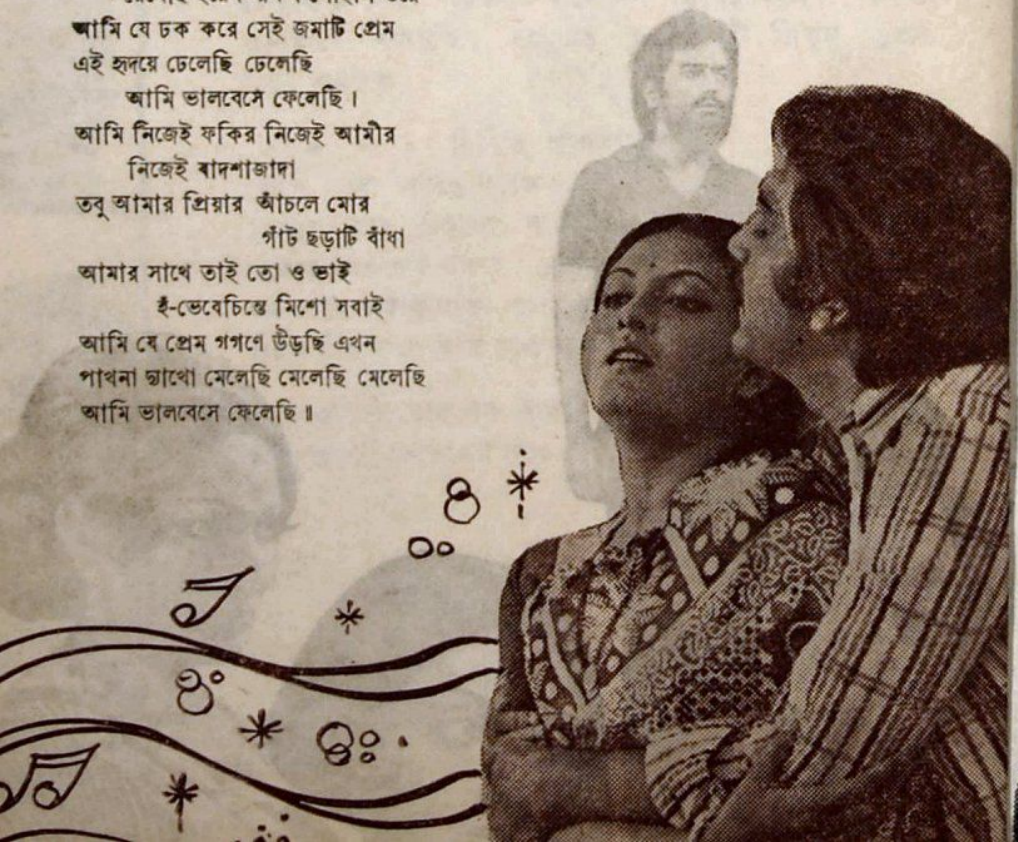

(৪)

খুলেছি প্রেমেরই এক মুদিখানা
আমার কাছে এলে পরে সওদা তোমায়
দেবো ভরে
মনটা যে চাই বিনিময়ে
চাইনে টাকা পয়সা আনা।
দাঁড়িয়ে কে ওখানে এসো প্রেমের এই দোকানে
নিয়ে যাও যা নেবে জান
আসতে হেথায় নেইতো মানা
খুলেছি প্রেমেরই এক মুদিখানা।
কত নাগর মস্করাতে দরাদরি করতে আসে
মন আমার তাকেই বেচি যে আমায় ভালবাসে
জেদটি ধরে বোসনা দোহাই তোমার দর কোষনা
এ-প্রেমের একই যে দাম
কোরনা টাল বাহানা
খুলেছি প্রেমেরই এক মুদিখানা॥

(৫)

হুঁ·····উ·····
আমি চাই আনন্দ চাই খুশি
আর দুঃখ পেতে চাই না
এই আঁধার ঘেরা জীবনটাতে—
আলো কেন পাই না।
আমি মানিনা পাপ পুণ্য
হিসাবে যে সবই শূণ্য
জীবনটাকে ভোগ করতে
কেন সুখেরই গান গাই না॥
সবাইতো চায় চাঁদের আলো
তার কলঙ্ক চাই আমি
অপবাদের নেই কোন ভয়
হবো কলঙ্কী রাই আমি
আমি এতদিন ছিলাম অন্ধ
চার দেয়ালে ছিলাম বন্ধ
আজ মুক্ত দুয়ার দেখেও কেন
বাইরে ছুটে যাই না—
আমি দুঃখ পেতে চাই না॥

দীনেশ চিত্রম-এর

চতুর্থ নিবেদন

?

পরিচালনা ঃ অমল দত্ত

॥ দ্রুত প্রস্তুতির পথে ॥

দীনেশ চিত্রম, ৮৭, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।